রূপচিত্রমের সশ্রদ্ধ নিবেদন

আত্মদর্শন

রূপচিত্রমের সশ্রদ্ধ নিবেদন—

আত্মদর্শন

৺মহাতপচন্দ্র ঘোষের নাটক অবলম্বনে।

চিত্রনাট্য ও গান : **কবি শৈলেন রায়** সঙ্গীত পরিচালনা : **পবিত্র চট্টোপাধ্যায়**

প্রযোজনা : **তরণীমোহন গাঙ্গুলী** পরিচালনা : **সুরেন্দ্র রঞ্জন সরকার**

নৃত্য পরিচালনা : অতীনলাল : সাহায্য ক'রেছেন : বটকৃষ্ণ পাল

অর্কেস্ট্রা	: সুর-শ্রী	„ „	:
চিত্র-শিল্পী	: দিবেন্দু ঘোষ	„ „	: ভবতোষ ভট্টাচার্য, দেবেন দে
শব্দ গ্রহণ	: পরিতোষ বসু	„ „	: সত্য ব্যানার্জী, সমেন চ্যাটার্জী : বিজন বসু
রূপ-সজ্জা	: সুধীর দত্ত	„ „	: সুরেশ রায়, বিনয় গুহ
শিল্প-নির্দ্দেশ	: অনিল পাল, নিশীথ সেন	„	:
আলোক-সম্পাৎ	: বিমল দাস	„ „	: অনিল দত্ত, হরি সিং, অনন্ত, : অজিত, শান্তি, নব, শীতল
রসায়নাগারিক	: জগবন্ধু বসু	„ „	: প্রফুল্ল মুখার্জী, দুর্গাদাস বসু, : মুকুন্দ পাল
সম্পাদনা	: সুকুমার মুখার্জী	„ „	: অমরেশ তালুকদার
ব্যবস্থাপন	: হারু মজুমদার	„ „	: শৈলজা চক্রবর্ত্তী
সাজ-সজ্জা	: সন্তোষ নাথ, গোবর্দ্ধন দাস	„	:
দৃশ্য-অঙ্কন	: রামচন্দ্র সিন্ধে	„ মৃৎ-শিল্পী	: জীতেন পাল
স্থির-চিত্র	: সমর বন্দ্যোপাধ্যায়	„	:

পরিচালনায় সাহায্য করেছেন : অমিয় ঘোষ, কনকবরণ সেন, বরেন চ্যাটার্জী

নেপথ্য কণ্ঠ-সঙ্গীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, মৃণাল চক্রবর্ত্তী, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, গায়ত্রী বসু, কল্যাণী মজুমদার, অঞ্জুশ্রী সিংহ।

রূপায়ণ :—কমল মিত্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, শিশির মিত্র, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন মুখোপাধ্যায়, ধীরাজ দাস, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, আদিত্য ঘোষ, সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র চট্টোপাধ্যায়, সিপ্রা মিত্র, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, নমিতা সিংহ, নীলিমা দাস, তপতী ঘোষ, মিতা চট্টোপাধ্যায়, শ্যামলী চক্রবর্ত্তী, রত্না গোস্বামী, সন্ধ্যা দেবী, প্রীতিধারা, স্বপ্না, সরস্বতী, কমলা, শীলা, রেখা, বীণা, পিকা, নবাগতা কৃষ্ণা দে, মাঃ বাবুয়া, অলোক, সুপ্রিয়, কুমারী বেবী ও জলী চ্যাটার্জী প্রভৃতি।

ইষ্টার্ণ টকীজ স্টুডিও-তে আর-সি-এ শব্দ যন্ত্রে গৃহীত ও হাউসটোন অটোমেটিকে পরিস্ফুটিত।

একমাত্র পরিবেশক : রূপচিত্রম লিঃ, ১২৭বি, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিঃ-১৪

গল্পাংশ

আত্মা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টায় যুগ যুগ ধরে একটির পর একটি জীর্ণ দেহ ছেড়ে আশ্রয় নিয়ে চলছে নূতন নূতন দেহে। কিন্তু প্রতিবারই অভিনব কৌশলে দেহ তাকে বন্দী করে রেখেছে অপরিমেয় ইন্দ্রিয়জালে।

এবারে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেহের সমস্ত ছলনাময়ী প্রবৃত্তিগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে রাখবে সে—তাই সুকুমার সহায়ক বৃত্তিগুলির সাহায্যে এখন সে হৃদয়পুরের একচ্ছত্র সর্ব্ববরেণ্য মহারাজা মন।

স্বয়ং জ্ঞান তার গুরু, নিবৃত্তি মহারাণী, ধর্ম্ম পুরোহিত, সত্যসন্ধ সেনাপতি, বুদ্ধি মন্ত্রি। এদের সকলের সাহায্যে মন অল্প সময়ের মধ্যেই হৃদয়পুরকে একটি শান্তিময় আদর্শ রাজ্যে পরিণত করল। প্রজারা প্রত্যেকেই সুখী—তাই তাদের কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে রাজার জন্মদিনে একটি উৎসবের ব্যবস্থা করলো। সত্যসন্ধের ধারণা উৎসবের দিনে অর্থহীন আমোদের সুযোগ নিয়ে বাইরের শত্রুরা হৃদয়পুরকে আক্রমণ করতে পারে এবং যাতে সে আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায় সে তার সব ব্যবস্থাই আগে থেকে করে রাখলো।

উৎসবের দিনে সকলেই যখন আনন্দে গা ভাসিয়ে দিয়েছে ঠিক সেই সময়েই কামনাপুরের ছয় বাহিনী সৈন্য নিয়ে অহঙ্কার সত্যিসত্যিই হৃদয়পুরকে আক্রমণ করলো। কামনাপুরের তুলনায় হৃদয়পুরের সৈন্য সংখ্যা অর্দ্ধেকেরও কম—তার উপরে সত্যসন্ধ রয়েছে রাজার কাছে; হৃদয়পুরের সৈন্যরা ক্রমশঃ পিছিয়ে যাচ্ছে।

আক্রমণের খবর পেয়েই সত্যসন্ধ ছুটলো যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে।

এদিকে হৃদয়পুরের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ। "এখনও সত্যসন্ধ এলো না, কী হবে?"—প্রত্যেক সৈন্যই ভাবছে এই কথা। এই সুবর্ণ সুযোগের প্রতিটি মুহূর্ত্তের সদ্ব্যবহার করছে অহঙ্কার।

কী হ'লো এই যুদ্ধে? বর্ণনা পড়ার চেয়ে ছবি দেখে অনেক বেশী আনন্দ পাবেন।

(১)

চঞ্চল রাত্রি এ পাত্রটী নাও
পিয়াসী গো হায় হায় পিয়াসী ॥
জীবনের বীণা বাজে সুখের মদিরা আছে
যৌবন সুধাটুকু পিয়ে যাও
পিয়ে যাও পিয়ে যাও পাত্রটী ভরে নাও
ভরে নাও ভরে নাও পাত্রটী ভরে নাও ॥

নিঝরের ধারা সম দিন খন বয়ে যাক
অধরের তীরে তীরে এ মদিরা ছুঁয়ে যাক
কিছু নাই ভাবনার সুখ আছে সাথে যার
পিছনে চেওনা ফিরে সমুখের পানে চাও
পিয়ে যাও পিয়ে যাও পাত্রটী ভরে নাও
ভরে নাও ভরে নাও পাত্রটী ভরে নাও ॥

চকিতে চাহনি ভরা কোন মৃগ নয়নার
আঁখি লাগি আঁখি হলো ভিখারী ?
ফুলশর লাগি হায় তন্বীর হিয়া কাঁদে
জানো নাকি, জানো নাকি মন-বন শিকারী ॥

ফুলে ফুলে বিছানো এ কামনার শরণি
হৃদয় হরিতে ঐ আছে মন হরণি
কিছু নাই ভাবনার সুখ আছে সাথে যার
পিছনে চেওনা ফিরে সমুখের পানে চাও ॥

পিয়ে যাও পিয়ে যাও পাত্রটী ভরে নাও
ভরে নাও পাত্রটী ভরে নাও।
চঞ্চল রাত্রি এ পাত্রটী ভরে নাও
পিয়াসী গো হায় হায় পিয়াসী।

(২)

দীর্ঘ এ মরুভূর শূন্য এ প্রান্তর ছাড়ায়ে
পান্থ চলহে চল ক্লান্ত চরণ তব বাড়ায়ে
পান্থ চলহে চল।
রুক্ষ দিনের যত দুঃখ ভুলি
ব্যর্থ রাতের মিছে ক্লান্তিগুলি
জীর্ণ ধূলার পরে ফেলে এস হেলা ভরে
ভেঙ্গে চল সংসার কারা এ
পান্থ চলহে চল ॥
পিঞ্জরে বাঁধা তুমি বিহঙ্গ হায় রে
ভুলে গেছ আকাশের স্বপ্ন
মুক্ত আলোর গান ঐ শোনা যায়রে
বয়ে যায় মিলনের লগ্ন।
অন্ধ নয়ন পাবে দৃষ্টি ফিরে
ক্লান্তি জুড়াবে তার শান্তি নীড়ে
সান্ত্বনা দিতে হায় সে ডাকিছে আয় আয়
কেন মিছে মর দিশা হারায়ে
পান্থ চলহে চল।

(৩)

আয় আয় আয়
জীর্ণ পাতা ঝরছে যেথায় হায়রে হায়
কীর্ণ ফুলের ছিন্ন দলের বাস ফুরায় হায়রে হায়
অশ্রু যে তোর ঝরছে আমার দীর্ঘশ্বাসে
আয়রে আয় আমার কাছে আমার পাশে
আয় অভাগা, দুঃখ তোরে ডাক দিয়ে যায়
আয় আয় আয়।

(৪)

আমি যাই চলে যাইগো
ছিল আলো হ'ল কালো যাই চলে যাইগো
হেলা ভরে খেলা ক'রে
আমি শুধু যাই স'রে
ভোলাই যারে গো তারে
ভুলে যেতে চাই গো ॥

(৫)

দে রে দোল দে দোল দে দোল আজি দে রে দোল
কুসুমিত অঙ্গনে নূপুরের কঙ্কনে
নৃত্যের হিল্লোলে তুলি রোল।

তোমারে দোলাব আজ হৃদয়ের দোলাতে
পরাণে যে মধু আছে মৌমাছি ভোলাতে
চাঁদের স্বপনে মোরা চকোরী যে উতরোল
দে দোল দে দোল আজি দেরে দোল।

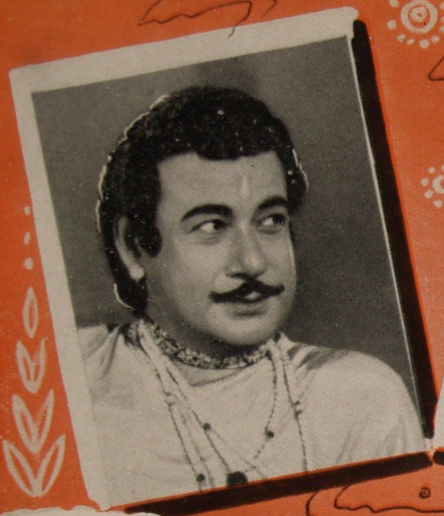

(৬)

জ্বালো জ্বালো
ব্যর্থ কামনা যত জ্বালো ॥
চিত্ত শুদ্ধ হোক্ মোহ শূন্য হোক্
অন্তরে দেখ তব অনন্ত আলো
জ্বালো জ্বালো ॥

রিপুদল অবিরল সুপ্তি ঘোরে
তোমারে রাখিতে চায় বন্দী ক'রে ॥
দূর হোক্ দূর হোক্ দূর হোক্ নিরন্ধ্র কালো
জ্বালো জ্বালো জ্বালো ॥

(৭)

মুক্ত কর দ্বেষ হিংসা ক্রোধ কর লয়
পুণ্য কর ধন্য কর প্রাণ প্রেমময়
হিংসা মদে অহঙ্কারে নিত্য আছ অন্ধকারে
ভ্রান্ত মন শান্ত হও রিপু কর ক্ষয়।

মুগ্ধ রাত স্নিগ্ধ চাঁদ নিদ্রাহীন
কুঞ্জবন আজ শোভন স্বপ্নলীন
মুগ্ধরাত স্নিগ্ধ চাঁদ নিদ্রাহীন।

হায় রাজা হায় প্রিয়
মন দিয়ে মন নিও
হোক্ উতল হোক্ উজল রাত্রি দিন
মুগ্ধ রাত স্নিগ্ধ চাঁদ নিদ্রাহীন।

যৌবনেরি পুষ্প শাখে গায় পাখী
পুষ্প শাখে গায় পাখী
বুকের বীণা বাজ্‌ছে বুকে জানো তা-কি
পুষ্প শাখে গায় পাখী।

হায় রাজা হায় প্রিয়
মন দিয়ে মন নিও

আজ মিলন হোক্ মধুর হোক্ রঙিন
মুগ্ধ রাত স্নিগ্ধ চাঁদ নিদ্রাহীন
কুঞ্জবন আজ শোভন স্বপ্নলীন।

কার সে বারতা এলো জীবনের ফাল্গুণিতে
মনে মনে বেণু বীণা বাজে গো
প্রাণে প্রাণে পাই শুনিতে।

বসন্ত যায় বয়ে যায় গো
পরাণ কাহারে যেন চায় গো
বসন্ত যায় বয়ে যায় গো।

কোকিলের কুহু কুহু মুহু মুহু মিলালো
সুরে সুরে মোর সুর-ধ্বনিতে
জীবনের ফাল্গুণিতে
মনে মনে বেণু বীণা বাজে গো
প্রাণে প্রাণে পাই শুনিতে।

ধরা দিয়ে ধরা দিতে জানে না জানে না এ অধরা
পরাণে সাজায়ে রাখি প্রণয়ের পশরা ॥
যে যাহারে চায়, সেকি পায়রে ?
মন যে মানে না একি দায় রে ॥
মায়াবন বিহরিণী এ যে তার লীলা গো
ছায়া দিয়ে মায়াজাল বুনিতে
জীবনের ফাল্গুণিতে।

(১০)

রূপরাগে ছলনাতে রচি নিতি মায়া ডোর
কুমতি খেলিতে চায় মন নিয়ে নিশি ভোর
নাচে কাল ফণি নাচে, বিষের বাঁশরী বাজে
রূপেতে ভুলায়ে আঁখি প্রাণে আনে মোহ ঘোর
কুমতি খেলিতে চায় মন নিয়ে নিশি ভোর।

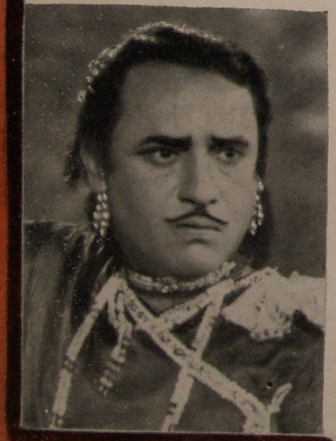

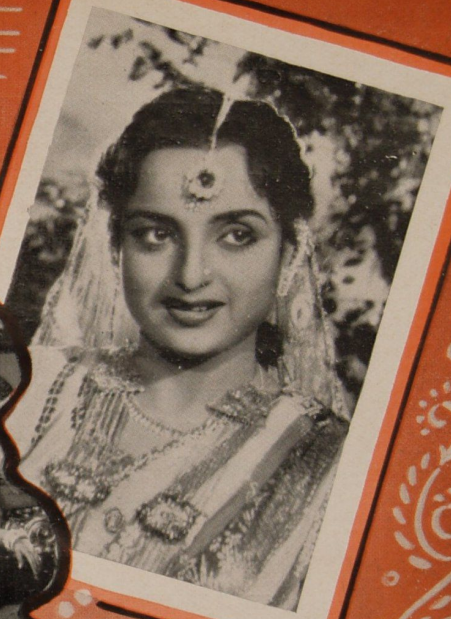

(১১)

(কোরাস)

জাগো জাগো জাগো জাগো জাগো জাগো
হে কামনা দেবী জাগো বাসনার সৌরভে
কর কর মন জয় তব জয় গৌরবে ॥
রাজারে ফিরায়ে আনো দেহের দেউল তলে
তনুর তনিমা তটে তিয়াসার দীপ জ্বলে
হানো মদনের তীর যৌবন উৎসবে
জাগো জাগো জাগো জাগো জাগো জাগো ॥

(১২)

তোমার বহ্নি-বীণায় অগ্নিরাগের সুর ঢালো
তুমি অন্ধ আঁখির ঘুচাও কালো
ঘুচাও যত মনের কালো
বহ্নি-বীণায় অগ্নিরাগের সুর ঢালো সুর ঢালো।
এবার দুঃখ জ্বলুক বুক জুড়ে
তোমার সব অভিমান যাক পুড়ে
তোমার সব অশুভে সব অশিবে
শিবের চোখে আগুন জ্বালো
তোমার বহ্নি-বীণায় অগ্নিরাগের সুর ঢালো সুর ঢালো।
ভুলে তোমার তুমি যাও ওহে
সব অহঙ্কারে যাও দ'হে
তোমার অনুতাপের অনল জ্বালা
চোখের জলে যাক্ বহে ভুলে তোমার তুমি—
যাও ওহে।
তোমার স্বার্থে আগুন যাক্ ধরে
যত মিথ্যারে দাও ছাই করে
এবার অনল সুধায় পরম ক্ষুধায়
আপন প্রাণে জ্বালো আলো।

(১৩)

পথহারা মন হায় গৃহহারা মন
জীবনের মরু ছাড়ি আপন মাঝে
ফিরিবে কখন
পথহারা মন হায় গৃহহারা মন।

মায়াজালে জড়ায়ে জড়ায়ে মিছে ভুল ছড়ায়ে ছড়ায়ে
ক্ষুলের স্বপনে কর ভুলেরে বপন
হায় পথহারা মন হায় গৃহহারা মন।

তুমি কার কে তোমার কারে ভাব সুজন স্বজন
ধূলার এ ছলনাতে কেন মিছে রয়েছো মগন
কারে ভাব সুজন স্বজন।

ষড় রিপু নিয়ত ছলিছে কুমতি যে কু-কথা বলিছে
নয়ন অন্ধ তবু বধির শ্রবণ
হায় পথহারা মন হায় গৃহহারা মন।

(১৪)

আমি ডাক দিয়ে যাইগো
গানে গানে প্রাণে প্রাণে
ডাক দিয়ে যাইগো।
হাসি চাও বাঁশী চাও আর ভালবাসা চাও
সব দিতে পারি আমি সব দিতে চাইগো
গানে গানে প্রাণে প্রাণে ডাক দিয়ে যাইগো
আমি ডাক দিয়ে যাইগো।
কার ফোটে নাই ফুল জীবনের বনছায়
তার হিয়া ভ'রে দেব কামনার ফুলে হায়
যে চায় ভুলিতে দুখ তার লাগি আছে সুখ
মনের দোসর হয়ে শুধু গান গাইগো
গানে গানে প্রাণে প্রাণে ডাক দিয়ে যাইগো
আমি ডাক দিয়ে যাইগো।
ব্যর্থ বেদনা আর অকারণ আঁখি জল
সব কিছু হ'রে নিতে আমি চির চঞ্চল
ভোলো দুখ আছে সুখ নিশিদিন উন্মুখ
রাঙ্গা করে দেব হিয়া যদি সাড়া পাইগো
গানে গানে প্রাণে প্রাণে ডাক দিয়ে যাইগো
আমি ডাক দিয়ে যাইগো।

(১৫)

মধুর মায়ায় স্বপন ছায়ায় এস কাছে
শোন রাজা শোন হেথা বাসনারি বেণু বাজে।
মনের মায়ায় মাধুরী মিলায়ে
কামনার মধু আবেশে বিলায়ে
মনের মায়ায় মাধুরী মিলায়ে
স্বপনের কুঁড়ি ফোটাব গোপনে মন মাঝে
শোন রাজা শোন হেথা বাসনারি বেণু বাজে।
হাসি আর গানে বাঁশুরীর তানে খনে খনে
মন দেওয়া-নেওয়া হেথা চলে শুধু মনে মনে
প্রাণের দোলায় দুলিতে দুলিতে
বিষাদ বেদনা ভুলিতে ভুলিতে
জেনে যাও ওগো হেথা মনে মনে মধু আছে
শোন রাজা শোন হেথা বাসনারি বেণু বাজে।

(১৬)

অরূপ পদ্ম ফোটালে তুমি অশেষ মাধুরীতে
মনের মাঝে কি সুর বাজে অলখ বাঁশুরীতে
প্রাণের গোঠে গাহিছে মহাপ্রাণ
ভুলায়ে দিতে ধূলার অভিমান
ফুরালো বেলা গোঠের খেলা ফিরায়ে এলে নিতে
বিন্দু মেশে সিন্ধু জলে চিত্ত তব চিতে
অরূপ পদ্ম অরূপ পদ্ম অরূপ পদ্ম।

রূপের ধূপ পোড়ালে প্রেমে জানিহে প্রেমময়
দেহের আড়াল সহেনা বলে দেহেরে কর ক্ষয়
জানিহে প্রেমময়।

জন্ম মৃত্যু বাঁধন যত ভেঙ্গে
অসীম গানে আমারে যাও ডেকে
তুমি যে চাও তোমার প্রেমে ডুবায়ে মোরে দিতে
বিন্দু মেশে সিন্ধু জলে চিত্ত তব চিতে
অরূপ পদ্ম অরূপ পদ্ম অরূপ পদ্ম।

(১৭)

বন্ধন কর ক্ষয় কর ক্ষয় হে অনন্ত প্রাণ
মনেরে মুক্ত করহে ভগবান
হে অনন্ত প্রাণ হে ভগবান
বন্ধন কর ক্ষয় কর ক্ষয়।
ভেঙ্গে ফেল মায়া কারাগার বিবেকের শৃঙ্খলভার
অহঙ্কারের বুকে বজ্র হানি' মিথ্যারে কর খান খান,
হে ভগবান্।
শোনাও শঙ্খ তব সঙ্গীত বরাভয়
সন্দেহ দূরে যাক্ বুদ্ধিরে কর লয়।
অজ্ঞানে দেহ ফিরে জ্ঞান
জড়তার কর অবসান
অন্ধকারের বুকে সূর্য্য আনো
দাও তারে সত্যের সন্ধান
হে···হে ভগবান্ হে ভগবান্।

(১৮)

দিন যায় ক্ষণ যায় সময়ের নদী ধায়
গানে গানে জাল বুনে যাইগো॥

আমি সুখ চঞ্চল রঙ্গে রসে উচ্ছল
জীবনের তরীখানি বাই গো
গানে গানে জাল বুনে যাইগো॥

আমি যে আনন্দ, জীবনের ছন্দ নতুনের সুরে সুরে
বেঁধে দিতে চাইগো।
কত যুগ আসে যায়; সময়ের নদী ধায়
দিনরাত তরীখানি বাইগো।

যত চাও তত নাও যার যত কামনা
এদিন ফুরায়ে গেলে ফিরে আর পাব না যত চাও তত নাও
ভালবাসা আলো আশা বল চাই কোন ধন,
মনের মানুষ চাই ভরিতে বিমনা মন।

সব দিনু সব নাও পরাণের সুর দাও
জীবনের বীণা বাজে আমি গান গাইগো
কাণ্ডারী সুখ যার বল কি ভাবনা তার
সুখ স্রোতে ভরাতরী বাই গো॥

এ তরণী বয়ে যায় সময়ের বন্যায় ক্ষতি নাই
সুখের পাত্রটীরে তিয়াসার তীরে তীরে যদি পাই
কিশোরীর হাসি আর কিশোরের বাঁশী গো
আলোভরা কালো চোখে কে তুমি পিয়াসী গো
বরষ মাসেরে ফেলে কোথা ছিলে কোথা এলে
এ সুখের শেষ তবু নাই গো
তুলে দেব হাতে হাতে যত চাও দিনে রাতে
বল বল কোথা আছে ঠাঁই গো।

ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত ও রূপচিত্রমের পক্ষ হইতে সুরেন্দ্ররঞ্জন সরকার কর্ত্তৃক ১২৭বি, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।

মূল্য: চারি আনা মাত্র

রূপচিত্রের

সশ্রদ্ধ নিবেদন

আত্মদর্শন